দৈনিক
ইনকিলাব
তারিখ 2 3 AUG 2007

ক্বাওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি দেয়া সময়ের দাবী

ইনকিলাবের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে আল্লামা সুলতান যওক নদভী

শামসুল হক শারেক, কক্সবাজার অফিস : বর্তমান সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান সময়োচিত ও প্রশংসনীয়। নীতি-নৈতিকতা ও উন্নত চরিত্র গঠনের মাধ্যমে সুস্থ-সুন্দর ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণই ইসলামের মূল শিক্ষা ও লক্ষ্য। ক্বাওমী মাদ্রাসা সনদের সরকারী স্বীকৃতি মানবিক ও নাগরিক অধিকার হলেও বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে আইনী পৃঃ ৫-কঃ ৪

আল্লামা সুলতান যওক নদভী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মার-প্যাঁচের কারণে এর স্বীকৃতি হয়নি। প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা সুলতান যওক নদভী দৈনিক ইনকিলাবের সাথে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, ক্বাওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি এখন সময়ের দাবী। বর্তমান জনকল্যাণকর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্বাওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি দেয়ার দাবী জানান তিনি। দেশে সাম্প্রতিককালের ভয়াবহ বন্যা মোকাবিলায় দেশবাসী ও আন্তর্জাতিক মহলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

বাংলাদেশ ক্বাওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বেফাকুল মাদারিস ও ইত্তেহাদুল মাদারিস-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি ও ক্বাওমী মাদ্রাসা সংরক্ষণ পরিষদের মহাসচিব প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও মুহাদ্দিছ আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভীর খ্যাতি এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বিস্তৃতি লাভ করেছে। তিনি চট্টগ্রাম জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মাসিক আরবী ম্যাগাজিন 'মানার আল-শারক' ও মাসিক (বাংলা) 'আল-হক' ম্যাগাজিনদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছাড়াও আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থার কেন্দ্রীয় ট্রাস্টি বোর্ডের একমাত্র বাংলাদেশী সদস্য এবং সংস্থার বাংলাদেশ ব্যুরোর চেয়ারম্যান। বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের সমস্যা নিরসনে গঠিত 'আন্তর্জাতিক মুসলিম স্কলার কমিটির'ও তিনি একজন প্রভাবশালী সদস্য। বলতে গেলে, আল্লামা সুলতান যওক জাতির গর্ব করার মত আলেম ওলামাদের একজন। আল্লামা সুলতান যওক সম্প্রতি কক্সবাজার সফরকালে দৈনিক ইনকিলাবের কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস পরিদর্শনে এলে তাঁর এ সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়।

ইনকিলাব : দুর্নীতিমুক্ত নৈতিকতাসম্পন্ন একটি জাতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে জানাবেন কি?

আল্লামা সুলতান যওক : নীতি-নৈতিকতা ও উন্নত চরিত্র গঠনের মাধ্যমে সুস্থ-সুন্দর ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণই ইসলামের মূল শিক্ষা ও লক্ষ্য। মহানবী সাঃ ইরশাদ করেন, 'মানবতার শিক্ষক ও সৎগুণাবলীর পরিপূরক হিসেবে তাঁকে পাঠানো হয়েছে।'

ইনকিলাব : সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও আত্মঘাতী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ইসলাম কি বলে?

আল্লামা সুলতান যওক : সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও আত্মঘাতী হামলাসহ যে কোন ধরনের অপকর্ম ও মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডকে ইসলাম সমর্থন তো করেই না। বরং এসবের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত। ছোট-বড় যে কোনো অপরাধের প্রমাণ সাপেক্ষে লঘু ও গুরু দণ্ডের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে ইসলামী শরিয়াতে।

ইনকিলাব : বর্তমান সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান সম্পর্কে কিছু বলবেন?

আল্লামা সুলতান যওক : বর্তমান সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান সময়োচিত ও প্রশংসনীয়। তবে এ অভিযানের পরিধি আরো বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। শুধু অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে নয়, নীতি-নৈতিকতা ও মানবতাবিরোধী যে কোন অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে সরকারের এ উদ্যোগে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত হবে বলে মনে হয় না।

ইনকিলাব : বর্তমান দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে দেশের আলেম-ওলামা তথা ইসলামী নেতৃবৃন্দ অভিযুক্ত বা গ্রেফতার হননি। এতে করে অনেকেই বলছেন বর্তমান সরকার ইসলামী নেতৃবৃন্দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

আল্লামা সুলতান যওক : যারা দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তারাই ধরা পড়েছে। এ অভিযানে কোনো বিভাজন বা পক্ষপাত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। দেশের সম্মানিত ওলামা-মাশায়েখ ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার আলোকে ন্যায়-নীতির ধারক-বাহক ও সমাজের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। সরকার ইসলামী নেতৃবৃন্দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন এ কথা ঠিক নয়। কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকার কারণেই কোনো ইসলামী ব্যক্তিত্ব গ্রেফতার হচ্ছে না বলে আমাদের ক্বাওমী ওলামাদের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক জোট আখ্যায়িত করা ঠিক নয়। ক্বাওমী মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত সিংহভাগ ওলামা কোন দলীয় রাজনৈতির সাথে জড়িত নন। অনুরূপ ক্বাওমী মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত নন এমন বহু লোক এই জোটে অর্ন্তভুক্ত রয়েছেন। বিগত সংসদে (সরকারে নয়) ক্বাওমী মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত নন যে ক'জন সংসদ সদস্য ছিলেন তারা এ ব্যাপারে আন্তরিক হলেও সরকারের নীতিনির্ধারণে তাদের ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিলো না। তদুপরি যে কোনো জাতীয় দাবীপূরণ বা আইন প্রণয়নে সাংবিধানিক নীতিমালা রয়েছে। সেই নীতিমালা অনুসরণ করেই ক্বাওমী সনদের স্বীকৃতির ব্যাপারে বিগত সরকার প্রক্রিয়া শুরু করে অনেক দূর এগিয়ে গেলেও চূড়ান্ত রূপ দিয়ে যেতে পারেননি।

ইনকিলাব : ক্বাওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতির ব্যাপারে বর্তমান সরকারের নিকট আপনার/আপনাদের কোন বক্তব্য বা দাবী আছে কি?

আল্লামা সুলতান যওক : ক্বাওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি একটি চলমান প্রক্রিয়াধীন ইস্যু। এর বাস্তবায়ন সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ক্বাওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি এখন সময়ের দাবী। বর্তমান জনকল্যাণকর সরকারের কাছে আমাদের দাবী, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্বাওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।

ইনকিলাব : আপনার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়াকে অনেকে ক্বাওমী মাদ্রাসা মনে করেন না। এতে নাকি, দাওরায়ে হাদীসও পড়ানো হয় না। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

আল্লামা সুলতান যওক : ১৯৮৫ ইং সালে চট্টগ্রামে সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন চান্দগাঁও থানার আমীবাদে (হাজীরপুল) প্রতিষ্ঠিত হয় জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী ক্বাওমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে এর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। দারুল উলূম দেওবন্দ ও নদওয়াতুল উলামা তথা ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাক্রম দরসে নিজামী এবং মুসলিম ও আরব বিশ্বে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের সমন্বয়ে এর কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণীত হয়েছে। প্রচলিত ধারায় দাওরা হাদীসের পরিবর্তে দ'ওরায়ে হাদীসের কিতাবগুলোকে নবরূপে বিন্যাসপূর্বক পাঠদানের পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী দেশ-বিদেশে অভিজ্ঞ শিক্ষিত সমাজ ও অভিভাবকমহলের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছে। দারুল মা'আরিফের ছাত্ররা অন্যান্য ক্বাওমী মাদ্রাসার

এপি : সিআইএ'র শীর্ষ নেতারা তাদের ক্ষমতার সুষ্ঠু ব্যবহারে ব্যর্থ হয়, আল-কায়েদার তৎপরতা বন্ধ করার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা কখনো নেয়নি এবং ১১ সেপ্টেম্বরের হামলায় ব্যবহারের জন্য বিমান ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা ঠেকানোর সুযোগও তারা হারায়। সংস্থার নিজস্ব পর্যবেক্ষকরাই তাদের প্রণীত এক রিপোর্টে একথা বলেছেন। ২০০৫ সালের জুন মাসে এই রিপোর্টটি সম্পন্ন হলেও গত মঙ্গলবার পর্যন্ত তা গোপন রাখা হয়। ১৯ পৃষ্ঠার এ সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে সিআইএ- এর সিনিয়র নেতৃবৃন্দ ও তাদের অধীনস্থ অন্যান্যের কার্যক্রমের ভুলত্রুটিসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। সিআইএ ইন্সপেক্টর জেনারেল বলেছেন, রিপোর্টে দেখা গেছে, সংস্থা ও তাদের কর্মকর্তারা তাদের দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে ও সন্তোষজনকভাবে পালন করেনি। এতে বলা হয়েছে, তারা সবসময় কার্যকরভাবে ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। সিআইএ মহাপরিচালক মাইকেল হাইডেন জানান, এ রিপোর্ট প্রকাশের সিদ্ধান্ত তার নিজের নয় কংগ্রেসে গৃহীত এক আইনের বলে এ রিপোর্ট সাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। চলতি মাসের প্রথমদিকে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এ আইনে স্বাক্ষর দান করেন। হাইডেন বলেন, আমি মনে করি এ রিপোর্ট প্রকাশ বিশ্বময় সংঘাত বিক্ষুব্ধ এলাকায় সম্মুখ সারিতে দেশের সেবায় নিয়োজিত আছেন সেই সব কর্মকর্তাকে হতবিহ্বল করবে। এমনকি ইন্সপেক্টর জেনারেল জন হেলগারসনের নেতৃত্বে গঠিত একটি তদন্ত দলও ঐ হামলা ঠেকাতে একটি গুলী ব্যবহারে